মট্স নিউজলেটার

মট্স কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট

ইস্যু ২৩; সংখ্যাঃ জানুয়ারি-জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

পোপ ফ্রান্সিস এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের শীর্ষ ধর্মগুরু ও মানবতার দূত পোপ ফ্রান্সিস ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ সোমবার সকালে ভ্যাটিকানের ডোমুস সান্তা মার্থা বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। টানা ৩৮ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি নিজ বাসভবনে ফিরে আসেন এবং ইস্টার সানডের দিন তিনি সেন্ট পিটারস্ স্কোয়ারে শেষবারের মতো জনসমক্ষে উপস্থিত হন। এরপরের দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বব্যাপী গভীর শোকের আবহ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা তাকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাকে শান্তি, মানবতা ও পরিবেশ রক্ষায় এক নির্ভীক পথপ্রদর্শক এবং সময়ের অনন্য মানবিক নেতা হিসেবে অভিহিত করেন। পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন প্রথম ল্যাটিন আমেরিকান পোপ এবং আধুনিক যুগের এক অনন্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সর্বদা দারিদ্রতা, সামাজিক বৈষম্য, পরিবেশ সংকট ও অভিবাসন সংকটের বিরুদ্ধে সরব অবদান রেখেছেন। তার দূরদর্শী নেতৃত্বে ক্যাথলিক চার্চ সমসাময়িক বিশ্বের বাস্তবিক চ্যালেঞ্জসমূহের মুখোমুখি হতে শিখেছে। মানবিকতা, সহমর্মিতা ও ন্যায় বিচারের যে উদাহরণ তিনি রেখে গিয়েছেন তা কেবল ধর্মীয় পরিসরে নয় বরং বিশ্বজুড়ে মানবজাতির হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি শুধু খ্রিস্টীয় সমাজের জন্যই নয় বরং সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সহানুভূতি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি নারীদের ভূমিকা, খ্রিস্টীয় সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতাসহ ইত্যাদি বিষয়ে তার ইতিবাচক চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসী ও শরণার্থীদের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

তার মৃত্যুর পরে কার্ডিনাল কেভিন ফারেল ভ্যাটিকানের রীতি অনুয়ায়ী শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্যের কাজ সম্পন্ন করা হয়। তার শেষ ইচ্ছা অনুয়ায়ী সান্তা মারিয়া ম্যাজিওরে গির্জায় আড়ম্বরহীন এক পরিবেশে তাকে সমাহিত করা হয়। বিশ্ববাসীর অন্তরে তিনি ভালবাসা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার অনন্য অবতার হয়ে থাকবেন।

পরিচালকের কিছু কথা

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স) যাত্রা শুরু করেছিল যুবসমাজকে মেকানিক্যাল ও অটোমোবাইল ট্রেডে দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে। সেই থেকে অদ্যাবধি অর্ধ লক্ষাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পেরেছি। এটি আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শর্ট কোর্স চালু হয়েছে। আমাদের দেশের স্বনামধন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সাথে মট্স এর দৃঢ় সম্পর্ক আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য আরও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সুযোগ তৈরী করেছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিল্প ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মট্স এর গ্রাজুয়েটরা সুনামের সাথে কাজ করছে, যা বাংলাদেশের জন্য গৌরব।

বর্তমান বিশ্বেও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং গ্লোবাল জব মার্কেটের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চালু রয়েছে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ। এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের

সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় অংশই যুব। এই বিশাল যুবসমাজের জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষা শুধু পেশাগত উন্নয়ন নয় বরং সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। যুব সমাজের কল্যাণ, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। আমাদের কাজের মূলভিত্তি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ। আমরা বিশ্বাস করি দক্ষতা ও নৈতিকতা একত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের আরও শক্তিশালী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

মট্স এর এ অগ্রযাত্রায় আপনাদের সকলের অবদান, ভালবাসা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আসুন আমরা একসাথে আরও দূর এগিয়ে যাই এবং আমাদের যুব সমাজকে গ্লোবাল জগতে দক্ষ ও সম্মানিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলি।

জেমস্ গোমেজ
পরিচালক, মট্স

বিভিন্ন সময়ের ঘটনা প্রবাহ

মট্স প্রাঙ্গণে বাঙালির নান্দনিক সংস্কৃতি পিঠা উৎসবের আয়োজন

যুগ যুগ ধরে পিঠা পুলির উৎসব আবহমান বাংলার ঐতিহ্য বহন করে চলছে। আর এ উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছিল মট্স প্রাঙ্গণেও। বাঙালি সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মট্স প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসব। মট্স'র উৎপাদন বিভাগ, বিপণন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগে প্রশিক্ষণরত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম, এলটিএমসি ও মডুলার প্রশিক্ষণার্থীরা হরেক রকমের পিঠা, পায়েস দিয়ে স্টল সাজিয়েছিল। পিঠা উৎসবে মোট ১০টি স্টল ছিল। পিঠা উৎসবকে ঘিরে নাচ গানের মাধ্যমে আয়োজন করা হয় বর্ণিল আনন্দ অনুষ্ঠান। যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বাংলার লোক সংস্কৃতিকে। এ আনন্দ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অভিনেত্রী ইলোরা গহর। তিনি মট্স এর সবুজ ক্যাম্পাসে এসে নিজের স্মৃতি রোমন্থন করেন। তিনি আনন্দিত ও অভিভূত হয়েছেন মট্স'র এ ধরনের সৃষ্টিশীল আয়োজনে। সেই সাথে মট্স এর ৫১ বছরের পথ চলায় প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের কার্যক্রমের বিষয়ে তাকে বিমোহিত করেছে। তিনি পিঠা উৎসবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার প্রশংসা করেন ও তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার বিমল গমেজ। তিনি সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের কথা বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন দেলোয়ার উদ্দিন, মডেল, অভিনেতা ও উদীয়মান পরিচালক। তিনি মট্স এর পিঠা উৎসবে সম্পৃক্ত হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শাহীন আলম জয়, হেড অব নিউজ, সীমান্ত টিভি। মট্স এর পিঠা উৎসবের আনন্দ আয়োজনের সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। মট্স প্রাঙ্গণে ৩য় বারের মতো পিঠা উৎসবের আয়োজনে সকল শিক্ষার্থী ও মট্স পরিবারের সকল সদস্যদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণকে তিনি উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন এ ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সকলের নিকট ছড়িয়ে দিতে পারি। এছাড়াও মট্স'র ব্যবস্থাপকগণ, শিক্ষকমন্ডলী ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এবং সকল প্রশিক্ষণার্থীরা উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষান্তে মট্স পরিচালক উপস্থিত প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে ফিতা কাটার মাধ্যমে স্টলের উদ্বোধন করেন। এরপর অতিথিসহ উপস্থিত সকলে স্টল পরিদর্শন করেন। দিনব্যাপী বর্ণিল এ আয়োজনে মট্স পরিবারের সকলে আনন্দ ও স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। পিঠা পার্বণের এ আনন্দ ও ঐতিহ্য যুগ যুগ টিকে থাকুক বাংলার ঘরে ঘরে এ প্রত্যাশা রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

মট্স এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটির ৮ম পূণর্মিলনী, সুবর্ণজয়ন্তী ও সাধারণ সভা-২০২৫

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার মট্স ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় মট্স এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটির '৮ম পূণর্মিলনী, সুবর্ণজয়ন্তী ও সাধারণ সভা-২০২৫'। আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ রমেন বৈরাগী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক মি. সেবাস্টিয়ান রোজারিও, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। সেই সাথে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মট্স এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটির সভাপতি মোঃ আবদুস সালাম। সকাল ৯ টায় অনুষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শুরু হলেও মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০টায়। প্রথমে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের আসন গ্রহণের পরে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটির সেক্রেটারি প্রতিবেদন প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটিকে দেশের কারিগরি সেবায় একটি ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি এই

সোসাইটির সদস্যদের দেশ বিদেশে কাজের প্রশংসা করেন এবং এর মাধ্যমে কারিতাসের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও মত পোষন করেন। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে অসহায় প্রশিক্ষণার্থীদের এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটির মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে মট্স এক্স ট্রেইনিজ সোসাইটির পক্ষ থেকে সোসাইটির ৩জন সদস্যকে এবং প্রতিবারের ন্যায় মট্স পরিচালকের হাতে একজন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য শিক্ষা বৃত্তির নগদ অর্থ ও চেক প্রদান করা হয়। সারাদিন ব্যাপী পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানে এলটিএমসি কোর্সের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্তায় উৎসবমুখর ছিল মট্স ক্যাম্পাস। উল্লেখ্য, এলটিএমসি কোর্সটি মট্স এর কোর কোর্স হিসেবে পরিচিত, যার যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

মট্স প্রাঙ্গণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন ও চিন্তাধারা বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীরচর্চা অনুশীলনের ভূমিকা অতুলনীয়। তাই প্রতি বছরের ন্যায় আনন্দ ও উৎসব মুখর পরিবেশে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মট্স প্রাঙ্গণে মট্স'র সকল শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষণার্থী ও শিক্ষকমন্ডলীর অংশগ্রহণে **'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫'** আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে আয়োজন করা হয়। সেই সাথে ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফ, উচ্চ লম্ফ, গোলক নিক্ষেপ, ব্যালেন্স রেসসহ আরও অনেক আর্কষণীয় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু, সেক্রেটারি, সাধারণ পরিষদ, কারিতাস বাংলাদেশ। প্রতিযোগিতার শুরুতে প্রধান অতিথি ও মট্স পরিচালক মশাল প্রজ্জ্বলন করেন, অতঃপর প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে ২ জন শিক্ষার্থী মাঠ প্রদক্ষীণ করেন। প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু শিক্ষার্থীদের খেলায় অংশগ্রহণের উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি নিজেও একজন খেলোয়ার ছিলেন তাই তার অভিজ্ঞতার আলোকে অনুপ্রেরণামূলক সহভাগিতা করেন। তিনি বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে চলমান ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। তিনি সকল শিক্ষার্থীদের খেলায় অংশগ্রহণসহ প্রতিভা বিকাশের চর্চা করার আহ্বান জানান। মট্স এর এলটিএমসি কোর্স, ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম, মডুলার, ভাষা শিক্ষা ও পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণার্থীসহ প্রায় ১৬০০ জন এ প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের খেলায় শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষকমন্ডলী, ব্যবস্থাপকগণ ও অন্যান্য কর্মীগণ আনন্দ ও উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মট্স ক্যাম্পাসে ASSET স্কিলস কম্পিটিশন ২০২৫

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের Institutional Development Grant Program এর সাথে মট্স এর পারফরম্যান্স বেইজড গ্রান্ট এগ্রিমেন্ট হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি স্কিলস কম্পিটিশিন এ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। সারা দেশ ব্যাপী একযোগে ১৩৬টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। মট্স এর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৫টি টেকনোলজি যথক্রমে অটোমোবাইল টেকনোলজি, সিভিল টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি এবং মেকানিক্যাল টেকনোলজির মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্কিলস কম্পিটিশন অনুষ্ঠানটি ৩টি পর্বে সাজানো হয়। ১ম পর্বে ছিল উদ্বোধনী ও আলোচনা অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোঃ রাকিবুল হাসান, উপ প্রকল্প পরিচালক, ASSET Project। তিনি বলেন ASSET প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা। তার মতে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয় দক্ষতার কারণে তাই শিক্ষার্থীদের যথাযথ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন ও উপযোগী দক্ষতা ও সামর্থ্য তৈরি করার আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. উৎপল কে দাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ারট্র্যাক। তিনি মট্সকে সাধুবাদ জানান যেহেতু এ প্রতিষ্ঠানে একই সাথে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কার্যক্রম চলে। তিনি বলেন শিক্ষার্থীরা মট্স থেকে হাতে কলমে দক্ষতা অর্জন করছে ও এর পাশাপাশি নৈতিকতার অনুশীলন করছে; আর এটাই হলো যথাযথ শিক্ষা। তিনি বলেন আন্তরিকতার সাথে মানসিকতার, মননশীলতার দক্ষতা অর্জন করলে জীবন সুন্দর হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জি. মোঃ আতিকুর রহমান, ডিরেক্টর অপারেশন, স্টারলিট হোমস লিঃ। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে মট্স এর অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন দক্ষতা থাকলে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হয় কারণ তথ্য এবং জ্ঞান এর সমন্বয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আসফাক হোসেন আকন্দ, সভাপতি, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারর্স অ্যালামনাই

এসোসিয়েশন। তিনি শিক্ষার্থীদের দক্ষ হওয়ার আহ্বান জানান। আর মট্স এ পড়ালেখা করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ হওয়ার সুন্দর সুযোগটি তিনি গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। উক্ত অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক ও অধ্যক্ষ মি. জেমস্ গোমেজ। তিনি ASSET প্রকল্পের নীতি নির্ধারকদের ধন্যবাদ জানান মট্সকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য। তিনি শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান অন্যদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করার।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে ছিল প্রজেক্ট পরিদর্শন ও মূল্যায়ন। প্রতিটি টেকনোলজিতে ৩ জন করে বিচারক ছিলেন এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন করার জন্য। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও পরিচালক, উপাধ্যক্ষসহ প্রশিক্ষকগণ এ সময় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন এবং মূল্যায়ন করে প্রতি টেকনোলজি থেকে ১ জন করে বিজয়ী নির্বাচন করেন। প্রজেক্ট পরিদর্শনের পর অতিথিগণ উৎপাদন বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের মধ্যে ২ জন শিক্ষার্থীকে পরবর্তীতে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সুযোগ প্রদান করা হয়।

মট্স প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

নারীরা বিশ্বের অর্ধেক জনশক্তি আধার। তাই নারীদের ছাড়া কোন দেশ তথা জাতির উন্নয়ন সাধন অসম্ভব। নারীদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতি বছর ৮ই মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেই উপলক্ষে ০৯ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সকাল ০৮:৩০ টায় মট্স প্রাঙ্গণে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন"। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মিজ্ মৃত্তিকা আদিত্য এবং মার্কেটিং ফোকাল মি. সাগীর হামযা। সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন মট্স জেন্ডার ফোকাল মিজ্ মেরেলিন লিপি বাড়ৈ। এছাড়াও মট্স এর সকল বিভাগের কর্মীগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জেন্ডার ফোকাল মেরিলিন লিপি বাড়ৈ। সেখানে নারীদের অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন তিনি। অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপকের বক্তব্যে মাধ্যমে নারীদের নিরাপত্তা এবং নারীদের উন্নয়নে এক অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলেন। বাইবেলের বাণীর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক। এছাড়াও সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মার্কেটিং ফোকাল মি. সাগীর হামযা, সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুর রব খান এবং প্রশিক্ষক মিস. সানজিদা শারমিন। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমেও একাধিকভাবে নারীর উন্নয়নে নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন বিষয়টি উঠে এসেছে। সভার শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। তার বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি নারীদের সমতা ও ক্ষমতায়নে পুরুষের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধিতে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। সভার শেষে মট্স ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত র‍্যালিতে পরিচালক, ব্যবস্থাপকগণ এবং কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কারিতাস দিবস উদ্‌যাপন ও লং সার্ভিস এওয়ার্ড বিতরণ

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল, মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স), সি.এইচ.এন.এফ.পি, কোর দি জুট ওয়ার্কস এবং মাদার তেরেজা কাথলিক স্কুল সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে মট্স এর মিলনায়তনে ৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস দিবস উদযাপন ও লং সার্ভিস এওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রতি বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযান চলাকালীন সময়ে কারিতাসের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে মিরপুর কমপ্লেক্স কমিটির যৌথ উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়িত হয়। ত্যাগ ও সেবা অভিযান ২০২৫ এর মূলসুর "এসো, বিশ্বাস ও আশায় একসাথে যাত্রা করি"। উক্ত অনুষ্ঠানটি ৩টি পর্বে সাজানো হয়েছে। ১ম পর্বে ছিল বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ক সহভাগিতা এবং মূলসুরের উপর আলোচনা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বি. গমেজ, সহকারী বিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। তিনি মূলসুরের উপর আলোকপাত করে বলেন আমরা প্রত্যেকে যেন অন্যকে নিজের ভাই হিসেবে ভালবাসতে পারি এবং আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি। সনাতন ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ক সহভাগিতা করেন ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জি, অধ্যাপক, বি আই বি এম। মানুষের কর্মের মাধ্যমে ত্যাগ ও সেবার অনুশীলন করে জীবনকে উন্নত করার বিষয়ে তিনি সহভাগিতা করেন। বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ক সহভাগিতা করেন অধ্যাপক ড. জিনোবোধি ভিক্ষু, প্রাচ্য ভাষা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি সকলকে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার কথা বলেন। ইসলাম ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ক সহভাগিতা করেন মো: মোস্তফা মঞ্জুর, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি মানবতার অনুশীলন ও ত্যাগের বিষয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্ট ধর্মের আলোকে ত্যাগ ও সেবা বিষয়ক সহভাগিতা করেন ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পরিচালক, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল, ঢাকা। তিনি পবিত্র বাইবেলের আলোকে সহভাগিতা করে বলেন, আমরা যেন অন্যকে বন্ধুর মতো ভালবাসি এবং নিজ নিজ কর্ম দ্বারা নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারি। মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ ত্যাগ ও সেবা অভিযানের প্রকাশিত শিক্ষা উপকরণ ও অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে মূলসুরের আলোকে গীতি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন মট্স

এর কর্মী ভাই বোনেরা।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে ছিল কারিতাস লং সার্ভিস এওয়ার্ড বিতরণ। এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন মিজ মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ, ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি কর্মকর্তা (স্বাস্থ্য), সিএইএনএফপি। কারিতাসের এই উদ্যোগের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কারণ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে সেবা দানের জন্য পুরস্কার স্বরূপ এই লং সার্ভিস এওয়ার্ড কর্মীদের স্পৃহাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন মেয়াদে (১০ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর এবং ২৫ বছর) সর্বমোট ৩৭ জন কর্মী লং সার্ভিস এওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এওয়ার্ড প্রাপ্তির পর অনুভূতি প্রকাশ করেন মো: সাখাওয়াত হোসেন, মাঠ কর্মকর্তা, উদ্যম, মিজ শিলা রানী মন্ডল, ক্রেডিট অফিসার, মি. অসীম ক্রুশ, কর্মসূচি কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (উৎপাদন), মট্স। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সৌরভ রোজারিও, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং চার ধর্মের আলোকে ও মূলসুরের আলোকে আলোচিত সহভাগিতা আমাদের কাজের উদ্দীপনা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন।

৩য় পর্বে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী সকলের জন্য রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বি. গমেজ, সহকারী বিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এবং ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা। খ্রিস্টযাগে মট্স কর্মীদের পাশাপাশি আবাসিক শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে।

পুলিশ সদস্যদের ভেহিক্যাল মেকানিক ট্রেড প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

মট্স প্রাঙ্গনে গত ৮ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ সদস্যদের তিন মাস মেয়াদি ভেহিক্যাল মেকানিক ট্রেড কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তিন মাস মেয়াদি কোর্সে ৩০ জন পুলিশ সদস্য প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে কোর্সের সনদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (বিপিএম সেবা) মি. সরোয়ার মুর্শেদ শামীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এমটি এন্ড ওয়ার্কশপ) মোঃ ফিরোজ কাউসার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ, মট্স এর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. আল হেলাল আবু বকর সিদ্দিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ। আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোর্স সম্পন্নকারীদের মধ্য থেকে অনুভূতি প্রকাশে তারা মট্স এর সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভালো ফলাফলের জন্য মট্স এর ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও তারা মট্স এর আরও উন্নতি সাধনের জন্য নিজ নিজ অবস্থান থেকে কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি তাদের বক্তব্যে কোর্স সম্পন্নকারীদের প্রতি বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক কথা বলেন। বিশেষভাবে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পরে বিভিন্ন কোম্পানিতে এডভান্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং মট্স পরিচালক কোর্স সম্পন্নকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। পরিশেষে মট্স পরিচালকের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

মট্স কর্মীদের পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা বিনিময়

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ সবার মাঝে ভাগ করে নিতে ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশকে আরও সুদৃঢ় করতে গত ৪ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মট্স প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় 'ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়' অনুষ্ঠান। ঈদের দীর্ঘ ছুটির আগে শেষ কর্মদিবসে সকল মট্স কর্মীরা মিলে পালন করে এই আনন্দ অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. আল হেলাল আবু বকর সিদ্দিক, উৎপাদন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মিজ. মৃত্তিকা আদিত্য, মার্কেটিং ফোকাল মি. সাগীর হামযা এবং মট্স এর সকল বিভাগের কর্মীবৃন্দ। আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্মীরা ঈদুল ফিতর নিয়ে তাদের স্মৃতিচারণ করেন এবেং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্যতা, আন্তরিকতা ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হয়। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানটি মট্স পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রিতির বার্তা বয়ে আনে।

ত্যাগ ও সেবা অভিযান উপলক্ষে মট্স প্রাঙ্গণে র‍্যালির আয়োজন

দুস্থ, অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাড়ানোর এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয় ত্যাগ ও সেবা অভিযান। দৈনন্দিক জীবন থেকে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। প্রতি বছর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার সাথে ত্যাগ ও সেবা অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়; যাতে সকল মানুষ এই মহান কাজে সামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো ২৭ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ত্যাগ ও সেবা অভিযান উপলক্ষে মট্স প্রাঙ্গণে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালির মাধ্যমে ত্যাগ ও সেবার শিক্ষা ও মাহাত্মকে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়াই ছিল মূল

উদ্দেশ্য। আয়োজিত র‍্যালির উদ্বোধন করেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। মট্স এর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম, লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্স, মডুলার ও প্রজেক্টের প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসুর সংবলিত ব্যানার ও প্লেকার্ড হাতে নিয়ে এবং ত্যাগ ও সেবা অভিযানের স্লোগানে মুখরিত হয়ে শিক্ষার্থীরা এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে একাত্ম হয়। এছাড়াও মট্স এর প্রশাসন বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, বিপণন বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপকসহ সকল কর্মীগণ এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

লাউদাতো সি সপ্তাহ উদ্‌যাপন

পোপ ফ্রান্সিসের জীবন জীবিকা ও প্রকৃতি পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সর্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' প্রকাশের ১০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভাটিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন নামক মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে গত ২৪ থেকে ৩১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বব্যাপী 'লাউদাতো সি সপ্তাহ-২০২৫' উদ্‌যাপন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মট্স প্রাঙ্গণে এ বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এইবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'ধরিত্রীর জন্য আশা জাগানো'। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মট্স পরিচালক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ, ব্যবস্থাপক ও মার্কেটিং ফোকালসহ মট্স এর বিভিন্ন শাখার কর্মীবৃন্দ। পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রেরিত 'লাউদাতো সি' এর সার্বজনীন প্রার্থনা পাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। এরপর বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে এই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। বাইবেলের আলোকে পরিবেশ রক্ষা ও মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের উপরেও আলোকপাত করা হয়। পরিবেশকে রক্ষায় আমাদের করণীয় এবং মট্স এ এর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ব্যবস্থাপকগণ।

মূল বিষয় ও প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করেন মট্স পরিচালক। এছাড়াও সিবিসিবি কর্তৃক সম্পাদিত নিউজলেটার থেকে 'লাউদাতো সি' সম্পর্কে এবং সিবিসিবি সভাপতির বাণী পাঠ করেন উপ-ব্যবস্থাপক মি: সুপ্রিয় হালদার। শুধুমাত্র লাউদাতো সি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নয় বরং আমাদের দৈনন্দিক জীবনে অভ্যাসগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করার আহ্বান নিয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

মট্স কর্মী এবং মডুলার হাউসকিপিং প্রশিক্ষণার্থীদের সেইফগার্ডিং ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ

গত ১৪ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মট্স এর আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও ভবনে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে ২৫ জন মট্স কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন এ মট্স পরিচালক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকগণ এবং প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। একইদিনে আলাদা ফোরামে মডুলার হাউসকিপিং এ প্রশিক্ষণরত ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, মট্স এ এই প্রথমবারের মতো হাউসকিপিং মডুলার কোর্স চালু করা হয়েছে। উক্ত ওরিয়েন্টেশনের সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। উভয় ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মট্স এর সেইফগার্ডিং ফোকাল পয়েন্ট মিজ্. সুমি ক্লডিয়া রোজারিও।

সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের মূল চিন্তাধারা হলো যারা মট্স এ কর্মরত আছেন তারা যেন পলিসির নিয়ম কানুন অনুসরণ করে একটি সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে পারেন। সেই সাথে নিজের এবং অপরের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। অপরদিকে মডুলার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে নিজের সুরক্ষা ও অপরের সুরক্ষা সম্পর্কে জানা এবং নিরাপদ ও সুরক্ষাবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মট্স প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছর সারা বিশ্বব্যাপী ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবছর প্রথমবারের মতো মট্স প্রাঙ্গণে ১৫ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সভার সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক মি. জেমস্ গোমেজ। সেই সাথে সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. আল হেলাল আবু বকল সিদ্দিক, উৎপাদন বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মি. মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক মিজ্. মৃত্তিকা আদিত্য এবং মার্কেটিং ফোকাল মি. সাগীর হামযা। এছাড়াও ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্সের (এলটিএমসি) শিক্ষার্থীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে সভার সূচনা করা হয়। এসময় সদ্য প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর আত্মার চির শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়। এরপর স্বর্গীয় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর জীবনী ও বৈশ্বিক শান্তি বিস্তারে তার অবদানের উপর আলোকপাত করা হয়। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপকগণ পরিবার দিবসকে সামনে রেখে নিজ নিজ পরিবারের সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং তা সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও অনেক কর্মী ও শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ পরিবার নিয়ে সহভাগিতা করে। সবশেষে সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমাদের অর্জন, বিভিন্ন সময়ে মট্স পরিদর্শন ও কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

পিঠা উৎসব-২০২৫

পিঠা উৎসব-২০২৫

সহকারী ব্যবস্থাপক, প্রশাসন এর বিদায়

গীতি নৃত্যনাট্য পরিবেশনা

স্বরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫

পরিদর্শন-শ্রদ্ধেয় বিশপ জেরভাস রোজারিও

পরিদর্শন-উপ প্রকল্প পরিচালক ASSET প্রকল্প

কেইস স্টাডি

করবী গাইন

যে মেয়েটি একদিন গোপালগঞ্জ এর একটি ছোট গ্রাম থেকে মট্স-এ এসেছিলো, আজ সে পাড়ি জমাচ্ছে হাজার মাইল দুরের জাপানে -স্বপ্নের সীমানা ছুঁয়ে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রেখেছে। প্রভাত গাইন ও সুষমা গাইন দম্পতির চার ছেলেমেয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ করবী গাইনের জন্ম গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার লখন্ডা গ্রামে। ধর্মীয় অনুশাসনে বেড়ে ওঠা এই পরিবারে বাবা একজন সেবক ও মা একজন শিক্ষিকা। করবী গাইন এইচ.এস.সি পাশ করে খুলনা নার্সিং কলেজ থেকে মিডওয়াইফারি নার্সিং ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে। তারপর দেশীয় বিভিন্ন এনজিওতে ৩ বছর কাজ করে। সেইসাথে সেইভ দ্যা চিলড্রেন এর মামনি প্রজেক্টে এবং শরীয়তপুর ফাতেমা মেডিকেল সেন্টারে মিডওয়াইফারি নার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। করবী ছোট বেলা থেকেই মট্সের বিষয়ে অবগত ছিলো। পরবর্তীতে সে জানতে পারলো জাপানি ভাষা শিখে ও কেয়ারগিভিং স্কিল অর্জন করে জাপানে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। যেহুতু করবীর নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ রয়েছে তাই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে মট্সে ভাষা কোর্সে ভর্তি হয়। তবে ভাষা কোর্সের জার্নিটা এত সহজ ছিলো না। কোর্স চলাকালে নানা রকম ভুল তথ্য, গুজব ও হতাশাজনক কথা শুনতে হয়েছে তাকে। কিন্তু করবী কোন কিছুকে পাত্তা না দিয়ে দিন রাত পড়াশোনায় মগ্ন থাকতো। কারন করবী জানতো এই জাপানী ভাষাই তাকে স্বপ্নের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছে দিবে। করবী গত ১২ই মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে Specified Skilled Worker (SSW) তে কেয়ার গিভার ক্যাটাগরিতে ভিসা রিসিভ করে এবং ২৭ই মে বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে পাড়ি জমায় জাপানে। এখন করবী গাইন তাঁর স্বপ্ন পূরণ করে, জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশ ও পরিবারের পাশে দাড়িয়েছেন। করবী গাইন কৃতজ্ঞ মট্সের প্রতি, যে প্রতিষ্ঠানের মাটির গন্ধ নিয়ে অন্য দেশে হয়ে উঠেছে আলোর বাহক।

ফাহিম আহমেদ - জাহাঙ্গীরনগর থেকে জাপান: ফাহিম আহমেদের স্বপ্নপূরণের গল্প

একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র, যে নিজের ভবিষ্যৎ ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে বেছে নিয়েছিল ভিন্ন এক পথ। ফাহিম আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র, ফাহিম তিন ভাইবোনের মধ্যে বড়। তার বাবা বাবুল হোসেন একজন দায়িত্ববান চাকরিজীবী, কৃষিবিদ গ্রুপের ইলেকট্রিক্যাল মেইন্টেন্যান্স বিভাগে কর্মরত। ফাহিমের জীবনের প্রেরণা ছিল পরিবারের পাশে দাঁড়ানো ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। এইচএসসি সম্পন্ন করে ভর্তি তিনি হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি একটি আত্মনির্ভর ভবিষ্যৎ গড়ার ভাবনাই তাকে নতুন সুযোগের খোঁজে আগ্রহী করে তোলে। জাপানে কাজ করার সুযোগ সম্পর্কে জানার পর তিনি জানতে পারেন মট্স এ জাপানি ভাষা শেখার সুযোগ রয়েছে, যেখানে দক্ষতা অর্জন করে Specified Skilled Worker (SSW) ভিসার মাধ্যমে জাপানে যাওয়ার পথ সুগম হয়। ফাহিম মট্স-এর জাপানি ভাষা কোর্সে ভর্তি হন। সেখানকার ক্লাস এর পরিবেশ, নিয়মিত মক টেস্ট, দক্ষ প্রশিক্ষকদের সাপোর্ট এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। কিন্তু এই পথ চলাটা সহজ ছিল না। অনেক সময় ভুল তথ্য, সমাজের নেতিবাচক কথা আর আত্মীয়দের অনিশ্চয়তা তাকে কষ্ট দিত। কিন্তু ফাহিম জানতেন এই ভাষা, এই দক্ষতা ও এই ভিসা তার ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ। তিনি ধৈর্য ধরেন, মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। অত:পর ১২ মে ২০২৫ অনেক কাঙ্খিত মুহূর্তে, ফাহিম আহমেদ Caregiver ক্যাটাগরিতে SSW (Specified Skilled Worker) ভিসা অর্জন করেন, যা ছিল তার জাপান যাত্রার প্রথম সুনির্দিষ্ট সাফল্য। ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। জাপানে একজন কেয়ারগিভার হিসেবে তিনি প্রতি মাসে উপার্জন করছেন ১,৯০,০০০ ইয়েন, যা বাংলাদেশি টাকায় ১,৫০,০০০ টাকা। "জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক সাহসী পদক্ষেপ সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি। মট্স আমাকে সে সাহসী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করেছে।" -বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ফাহিম আহমেদ।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স (বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত)

টেকনোলজি সমূহ	সুযোগ-সুবিধা	ভর্তির যোগ্যতা
০১. অটোমোবাইল টেকনোলজি, ০২. সিভিল টেকনোলজি ০৩. কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ০৪. ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, ০৫. মেকানিক্যাল টেকনোলজি	● প্রতি সেমিস্টারে ৪০০০/- টাকা করে মোট ৩২,০০০/- টাকা সরকারি উপ-বৃত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা (শর্ত সাপেক্ষে)। ● মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফিতে বিশেষ ছাড়! ● ছাত্রীদের জন্য মট্স হোস্টেলে স্বল্প খরচে থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা।	এস.এস.সি./ সমমান পাশ সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.০০

লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্স- এলটিএমসি (৩ বছর মেয়াদী)

ট্রেড সমূহ	প্রশিক্ষণের বিষয়	ভর্তির যোগ্যতা	ভর্তির সময়কাল
মেকানিক্যাল	লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, সি.এন.সি (লেদ, মিলিং) ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরি, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল কাজের প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন কাজের বাস্তব প্রশিক্ষণ।	এস.এস.সি./ সমমান পাশ	প্রতি বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস
অটোমোবাইল	অটোমোবাইল ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল কাজের প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন কাজের বাস্তব প্রশিক্ষণ।		

মডুলার শর্ট কোর্স

কোর্স সমূহ	মেয়াদ
● ওয়েল্ডিং ● সিভিল কন্সট্রাকশন ● ইলেকট্রিক্যাল ● পেইন্টিং ● প্লাম্বিং ● রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ● অটোমোবাইল ● মেকানিক্যাল ● আইসিটি **(৭৭টি শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়)**	১ হতে ১৪ সপ্তাহ (সপ্তাহের যেকোন সময় ভর্তি করানো হয়)

SSW & TITP (Japan) প্রজেক্টের কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মট্স!

ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষণের মেয়াদ

- Specific Skill worker (SSW): Six month course on Japanese Language Level N-5 & N-4 along with skills in Caregiver, Agriculture & Construction.
- Technical Intern Training Program (TITP): Six/ Three month course on Japanese Language Level N-5 & N-4 with skill on Construction sector.

বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার শিল্প খাত হিসাবে ঘোষিত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসহ দেশের সকল শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় 'Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)' শিরোনামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় 'Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA)' এর তত্ত্বাবধানে MAWTS এ কর্মসংস্থানমুখী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য জরুরী ভিত্তিতে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ট্রেড সমূহ	কোর্সের মেয়াদ ও সময়কাল	ভর্তির যোগ্যতা	ভর্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
★ ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনট্যানেন্স ★ মেশিনশপ প্র্যাকটিস ★ রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ★ ওয়েল্ডিং	মেয়াদ: ৪ মাস ক্লাসের সময়: সকাল ০৮:০০ - দুপুর ১২:০০ প্রশিক্ষণের সময় শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার	★ বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর (বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য) ★ শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ	★ দুই কপি (সদ্য তোলা) রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি। ★ জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে) ★ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র।

সুযোগ-সুবিধা সমূহ:

- সম্পূর্ণ বিনা খরচে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ শেষে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে ১৩,৫০০ টাকা এককালীন ভাতা প্রদান (দৈনিক উপস্থিতি হারে)।
- প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ায় সহযোগিতা।
- দরিদ্র, নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি/আদিবাসিদের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার।
- দূরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য হোস্টেলে স্বল্প খরচে থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগের নম্বর

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	এলটিএমসি	মডুলার (শর্ট কোর্স)	সুপ্রিয় হালদার	ইঞ্জি. এএইচএবি সিদ্দিক
ইঞ্জি. সৌরভ শামুয়েল পিউরীফিকেশন ০১৩২৯-৬৩৯৫২৩ E-mail: mitb@mawts.org	দেবদাস রায় চৌধুরী ০১৩২৯-৬৩৯৫৪৭	ইঞ্জি. মো: রুবেল হোসেন ০১৩২৯-৬৩৯৫৫১	উপ ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগ মোবাইল: ০১৩২৯-৬৩৯৫২২ ই-মেইল: dmte@mawts.org	উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগ মোবাইলঃ ০১৩২৯-৬৩৯৫২১ ই-মেইল: mte@mawts.org

Facebook: www.facebook.com/mawts, Web: www.mawts.org

সম্পাদনা পরিষদ ও প্রকাশনা কমিটি

সুপ্রিয় হালদার - আহ্বায়ক
উরসিলা তন্বী গোমেজ - সদস্য-সচিব
হোসনে জাহান - সদস্য
মো: জহিরুল ইসলাম - সদস্য
হিমেল কুবি - সদস্য

উপদেষ্টা মন্ডলী

মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, উৎপাদন
এএইচএবি সিদ্দিক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
মৃত্তিকা আদিত্য, ব্যবস্থাপক, অর্থ ও প্রশাসন
সাগীর হামজা, মার্কেটিং ফোকাল

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জেমস্ গোমেজ, পরিচালক, মট্স

ইস্যু ২৩; সংখ্যা ঃ জানুয়ারি-জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশনায়: মট্স
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
ফোনঃ +৮৮০-২-৪৮০৩৫৬৪১
E-mail: general@mawts.org

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণঃ এ. এম. ইন্টারন্যাশনাল
মোবাইলঃ +৮৮০ ১৭২৬ ২২৪ ৭২৮
E-mail: atulmomota.int@gmail.com